দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 06 DEC 2017
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

শিক্ষা নিয়ে হেলাফেলা কাম্য নয়

শবনম জাহান

মানব জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে শিক্ষা অন্যতম। শিক্ষার গুণগত মানের ওপর অন্যান্য মৌলিক চাহিদার গুণগত মান নির্ভর করে। রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিকাশ রাষ্ট্রীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে। সেই দিক থেকে বিচার করলে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এক পা এগোয় তো দশ পা পিছানোর মতো অবস্থায় আছে।

প্রাক-প্রাথমিক থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ ধাপ যদি বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে বোঝা যাবে কেন বাংলাদেশ তার কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন লাভে বারবার ব্যর্থ হচ্ছে। গুণগত মানকে অবজ্ঞা করে পরিমাণগত হার বৃদ্ধি করার প্রক্রিয়া যখন থেকে শুরু হয় মূলত বিপর্যয়ের সূচনা তখনই। এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি অসঙ্গতি হলো—

বোর্ড কর্তৃক সরবরাহকৃত পাঠ্যপুস্তকে ভুল বানান,বাক্য ও তথ্যের উপস্থিতি, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস, খাতা অতিমূল্যায়নের নির্দেশ প্রদান এবং পাসের হার বাড়ানোর প্রবণতা।

ভাবতে অবাক লাগে যে, নিজ প্রতিষ্ঠানের সাফল্য প্রমাণ করার জন্য কিছু শিক্ষক পরীক্ষার হলে গিয়ে প্রশ্নপত্র সমাধান করে দিয়ে আসছে। প্রশ্ন-ফাঁস কিংবা পরীক্ষার হলে নকল সরবরাহের কাজে নিয়োজিত শিক্ষকদের কি আদৌ শিক্ষক বলা যাবে?

আমরা প্রায়শই ছাত্র রাজনীতি বন্ধের কথা বলি কিন্তু শিক্ষক রাজনীতি বন্ধের কথা কেন নয়? পৃথিবীর উন্নত/উন্নয়নশীল কোনো রাষ্ট্রের শিক্ষকরা রাজনীতির সঙ্গে জড়িত আছে বলে আমার জানা নেই। একজন শিক্ষক যদি দলীয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হয় এবং দলীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিয়োজিত থাকে তাহলে তার দ্বারা সঠিক পাঠদান কোনোভাবেই কি সম্ভব? অন্যদিকে নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকরা যারা শিক্ষকতাকে মহান পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন তাদের সম্মানিত কারা করবে, যখন যোগ্যতার মানদণ্ড হয় রাজনীতি?

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'শিক্ষার এই স্তর পরবর্তী সকল স্তরের ভিত্তি সৃষ্টি করে বলে যথাযথ মানসম্পন্ন উপযুক্ত প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব।' ভুলেভরা পাঠ্যপুস্তকে আমাদের শিশুদের প্রাথমিকের পাঠদান শুরু। কেন এত অবহেলা শিক্ষার প্রতি? সমাজের বিবেকবান মানুষেরা কেন এতটা নিশ্চুপ? আমাদের কোমলমতি শিশুদের হাতে যারা পরীক্ষার আগে প্রশ্ন তুলে দিচ্ছেন তাদের কেন শাস্তির আওতায় আনা যাবে না?

শিক্ষা ব্যবস্থার কলকাঠি যাদের হাতে তারা হয়ত নিশ্চিন্তেই আছেন। নিত্য নতুন সিলেবাস, পরীক্ষা পদ্ধতি আবিষ্কারের নেশায় তারা বিভোর। আর গিনিপিগ হিসেবে আছে তো আমাদের কোমলমতি শিক্ষার্থীরা। তাই আসুন সম্মিলিতভাবে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সঠিক কাঠামোতে নিয়ে আসি। এজন্য আমার সুপারিশ হচ্ছে—পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সতর্কতা অবলম্বন করা, পাঠ্যবই, সিলেবাস, পরীক্ষার পদ্ধতি ঘন ঘন পরিবর্তন বন্ধ করা এবং যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের নিয়োগ দান ও সঠিক পদ্ধতিতে পাঠদান নিশ্চিত করা। সঠিক মূল্যায়ন এবং তার ভিত্তিতেই ফলাফল তৈরি করতে হবে।

এ কাজগুলো মোটেও কঠিন নয়। কেবল শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে যে হেলাফেলা চলছে তা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকরা মিলে সমগ্র সমাজ বদলে দিতে পারেন। আমাদের আত্মমর্যাদাসম্পন্ন দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরি করতে হবে যারা সহজে পোষ মানবে না। যারা দেশের স্বার্থে অন্যায়কে প্রতিহত করবে এবং দেশের উন্নয়নে কাজ করবে।

● লেখক : বেসরকারি কলেজের শিক্ষক